হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব -২

পর্ব -১ এর পর থেকে

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন কিছু করার পরিকল্পনা করলেন , যা সমাজের মানুষকে তাদের গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। শহরের সবাই যখন চলে গেল উৎসবে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম গেলেন মন্দিরে। যেখানে তার বাবার নিজ হাতে তৈরি বহু মূর্তির অবস্থান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নানা আকৃতির , নানা ধরনের মূর্তি রাখা। সবার মাঝখানে রাখা ছিল সবচেয়ে বড় মূর্তিটি। যে কিনা ছিল তাদের প্রধান দেবতা। এরা যদি আসলেই মূর্তি না হয়ে দেবতা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমি আক্রমন করি তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এই বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বিরাট হাতুড়ি নিয়ে একে একে সব মূর্তি ভাঙতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই মূর্তিগুলো নিশ্চুপ। যার প্রাণ নেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে কী করে। একে একে সব মূর্তি ভেঙে তিনি প্রধান মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। একটি ঘর চারপাশে শত শত মূর্তির ভাঙা টুকরো মাঝখানে শুধু একটি প্রকান্ড মূর্তি তার গলায় ঝুলছে এক বিরাট হাতুড়ি। আর তার কিছুদূর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন যুবক। নাম তার ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর হাত ধরেই পাল্টে যায় গোটা মানবজাতির ইতিহাস। শহরবাসীরা ফিরে এসে হতবাক। তাদের এমন সর্বনাশ কে করল। তারা যখন উৎসবে আনন্দ করছিল তখন কে এসে তাদের সব দেবতাদের এভাবে ধ্বংস করে দিল। একমাত্র আযারের ছেলে ইব্রাহিমই তো এলাকায় ছিল। বাকি সবাই তো তাদের সাথেই এই উৎসবে উপস্থিত ছিল। সবাই মিলে বলল ইব্রাহিমকে ডাকা হোক সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানে। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম কে সবার সামনে হাজির করা হলো। এবং জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা।

ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন : আমি কি করে জানব , তোমরা বরং তোমাদের বড় দেবতাকে তাকে জিজ্ঞেস করো। হাতুরিটাতো ওর গলায় ঝুলছে। তার কথা শুনে শহরবাসীরা আরো রেগে গেল। এই মূর্তি কি করে বাকি মূর্তিদের ভাঙবে। যখন সে নিজেই নড়তে পারে না। যখন তার কোন প্রাণ নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন : তোমরা নিজেরাই যখন জানো এই মূর্তিগুলো জীবিত নয় , তারা স্রেফ পাথর। তাহলে তাদের কেন অযথা প্রার্থনা কর। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এর এই প্রশ্নগুলো সমাজের মানুষদের এতটাই ভাবিয়ে তুললো , যে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়াতে বলেন : এখানে আল্লাহ তাআলার যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাদের অনুভূতি গুলোকে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন তারা নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাল অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনে তারা আসলে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বলতে লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় করেছো।

কিন্তু এরপর আল্লাহ বললেন : এই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হল , এরপর তারা তাদের মাথার ওপর ঘুরে গেল এখানে মূলত আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে পরক্ষনেই তারা তাদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসলো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ান এইট্টি ড্রিগ্রি ট্রান নেওয়া। তারা তাদের প্রথা , তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস , পূর্বপুরুষদের রীতিকে প্রাধান্য দিল সত্যকে ঢেকে দিল এবং সবাই সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলে বললো , ইব্রাহিমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হোক। শহরের সবাই মিলে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে কাঠের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেলো। এরপর তারা সেখানে আগুন জালালো এবং সে আগুন এত প্রকান্ড আকার ধারন করলো যে তারা বুঝতেই পারছিলো না। যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে কিভাবে।
(চলবে...)

সংকলনে**:** প্রকাশক **,**মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ**:**) , পর্ব -১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম , খ্রীষ্ট , ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী -রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা -বিপত্তির সম্মুখীন হই , পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই।

আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা- বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা

হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে

আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনাত্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন

মুফতি আমীর হামজাকে সাদা পোষাকে প্রশাসনের পরিচয়ে আটক!

মুফতি আমীর হামজাকে সাদা পোষাকে প্রশাসনের পরিচয়ে তাঁর কুষ্টিয়ার সদরের ডাবিরাভিটার নিজ বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

সোমবার বিকাল ৫টার দিকে আমির হামজা তাঁর নিজ বাড়িতে গেলে তাকে

নিয়ে যাওয়া হয় বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়।

মুফতি আমির হামজার দাদা জান মোহাম্মদ জানান , আমির হামজা আজকেই বাড়িতে তাঁর মা -বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে সময় প্রশাসনের পরিচয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের রিয়াজ সর্দারের ছেলে। কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে পালিয়ে বেড়ানোর খবর প্রচার করেন। তবে তিনি সে বক্তব্য প্রত্যাক্ষান করে বিবৃতিও দেন। আমির হামজা বলেছিলেন আমি চোর নয় যে পালিয়ে বেড়াবো। এরই মধ্যে যশোর প্রোগাম শেষ করে বাড়িতে আসলে তাকে আটক করা হয়।

মেহেরপুরের বারাদীতে এসপিসির ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার বাদ আসর এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের বারাদি অফিস প্রধান ফোর স্টার সায়েম ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেম এর বারাদী শাখা অফিসে দোয়া মাহফিল শেষে মোমিনপুর গ্রামের আট ”শ পরিবারের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

ফোর স্টার হোল্ডার সাইম বলেন - গ্রামের মানুষের জন্য ভাল কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করি , তারই ধারাবাহিকতায় এবারের রমজানে গ্রামের আট ’শ পরিবারের সাথে ইফতারের আনন্দ ভাগাভাগি করতেই আজকের এই আয়োজন। ভবিষ্যতে সমাজের অসহায় মানুষের জন্য ভাল কিছু করতে চাই।

গ্রামব্যাপী ইফতার বিতরণে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বারাদী প্রতিনিধি নাহিদ হাসান , আকাশ, জাহিদ , সালাউদ্দিন , আদম, সাঈদ , বাবু , বাপ্পি , হুসাইনসহ আরো অনেকে।

মামুনুল আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল: জান্নাত

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হকের ‘কথিত’ দ্বিতীয় স্ত্রী জান্নাত আরা ঝর্ণা বলেছেন, ‘মামুনুল হক দীর্ঘদিন ধরেই আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। আমি রাষ্ট্রের কাছে সুষ্ঠু বিচার চাই।’

আজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় মামুনুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করার পর জান্নাত আরা সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আমীর খসরু বলেন, সোনারগাঁয়ের রয়্যাল রিসোর্টে বাদীর সঙ্গে মামুনুল হক প্রতারণা করে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে সম্পর্ক করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর ৩০। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে করা মামলাটি তদন্ত করবেন সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম।

মামলা হওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জান্নাতকে নারায়ণগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নিয়ে যায় সোনারগাঁ থানা-পুলিশ।

মামুনুল হক দ্বিতীয় স্ত্রী দাবি করলেও মামলায় জান্নাত নিজেকে মামুনুল হকের স্ত্রী বলেননি। জান্নাত আরা বলেছেন, ‘বিয়ের প্রলোভন ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মামুনুল হক আমার সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন। কিন্তু বিয়ের কথা বললে মামুনুল করছি, করব বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। ২০১৮ সাল থেকে ঘোরাঘুরির কথা বলে মামুনুল বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টে আমাকে নিয়ে যান।’

মামুনুলের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে জান্নাত বলেন, ‘২০০৫ সালে তাঁর স্বামী মাওলানা শহীদুল ইসলামের মাধ্যমে মামুনুল হকের সঙ্গে পরিচয় হয়। স্বামীর বন্ধু হওয়ায় আমাদের বাড়িতে মামুনুলের অবাধ যাতায়াত ছিল। মামুনুলের সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলাম। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের মধ্যে প্রবেশ করে মামুনুল হক শহীদুল ও আমার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে থাকেন।

মামুনুলের কারণে আমাদের দাম্পত্য জীবন চরমভাবে বিষিয়ে ওঠে। সাংসারিক এই টানাপোড়েনে একপর্যায়ে মামুনুলের পরামর্শে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।’

এবারও ঈদের নামাজ মসজিদে পড়তে হবে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গত বছরের মতো এবারও ঈদের নামাজ পড়তে হবে মসজিদে। ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পড়া যাবে না।

সোমবার ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে করোনার ঊর্ধ্বগতির কারণে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি জামাতে অংশ নিতে পারবেন বলে নির্দেশনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।

করোনা পরিস্থিতিতে ১৪ এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত মসজিদে নামাজ আদায়ে এ নির্দেশনা বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ওয়াক্তে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশ নিতে পারবেন। রমজানে তারাবির নামাজে খতিব, ইমাম, হাফেজ, মুয়াজ্জিন ও খাদিমসহ সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করবেন। জুমার নামাজে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুসল্লিরা অংশ নেবেন।

হেফাজত নেতা মামুনুল গ্রেপ্তার

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে দুপুর ১২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর মামুনুলকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর সাম্প্রতিক সহিংসতা ও রিসোর্টকাণ্ডে রাজধানীর পল্টন থানা ও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় দুটি মামলা হয়েছে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে। এছাড়া, ২০১৩ সালের শাপলা চত্বর তাণ্ডবের ঘটনাতেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

মামুনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ কমিশনার হারুন অর রশীদ।

হেফাজতে ইসলাম জামাতে ইসলামীর বিটিম- ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে

হেফাজত ইসলাম জামাতে ইসলামের বি টিম বলে উল্লেখ করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ। হেফাজতে ইসলামসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধিতাকারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করার কথাও বললেন তিনি। আজ বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকাননে মুজিবনগর দিবসের প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালনের অংশ হিসেবে স্মৃতিসৌধে

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে ব্রিফিং করেন মাহবুব-উল আলম হানিফ।

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দরিদ্র তা নিয়ে যা বলেছেন সে বিষয়টি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বাংলাদেশে যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

মাহাবুব উল আলম হানিফ আরো বলেন, হেফাজত, জামায়াত, বিএনপিএরা এক এবং অভিন্ন। হেফাজত জামায়াত বিএনপির বিটিম। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। যারা হেফাজতে আছে তারা সংবিধানকে মানতে চাইনা, তারা জাতীয় সংঙ্গীত গাইতে চাইনা, তারা জাতীয় পতাকাকে সম্মান করতেও চাইনা। এগুলো বিএনপির নেতৃত্বে শক্ত দানা বেঁধেছে। ২০১৩ সালে যেভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে সাজা দিয়ে বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এই ধর্ম ব্যবসায়ী যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করে এই দেশকে ব্যার্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিনত করতে চাই তাদেরকেও আমরা আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দাঁত উপড়ে ফেলা হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ ।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল,মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলিস্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পরে পুলিশ ও আনসারদের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। গার্ড অফ অনার গ্রহণ শেষে মুজিবনগর আম্রকানন শেখ হাসিনা মঞ্চে প্রেসব্রিফিংয়ে অংশ নেন নেতৃবৃন্দ।

যে কারণে হেফাজতের দুই কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেফতার

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার সম্পাদক মুফতি শরীফ উল্লাহকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ-ডিবি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ীর মীর হাজিরবাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পৃথক অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর কমিটির সহসভাপতি ইলিয়াস হামিদীকে।

গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ওয়ারী) আজাহারুল ইসলাম মুকুল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শরীফউল্লাহকে ২০১৩ সালের ৬ মে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের হওয়া বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ওই মামলায় তিনি ২০ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ জানায়, ২০১৩ সালের ৫ মের তাণ্ডব ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে হেফাজতের সহিংসতার সঙ্গে তার যোগসূত্র রয়েছে।

স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশে আসা নিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করে হেফাজতে ইসলাম। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হন।

এরপর থেকে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

এর আগে রোববার চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে হেফাজতের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদীকে গ্রেফতার করা হয়। ওই নেতাও ২০১৩ সালের নাশকতার চারটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

গ্রেফতার করা হয়েছেন হেফাজতের সহ অর্থ সম্পাদক মুফতি ইলিয়াসকেও।

হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের সহযোগী মুফতি ইলিয়াসকে তার (মামুনুল) পরিচালিত মাদ্রাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে ৭ দিনের রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে।

তিনি সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। র্যাব - ২ ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল উদ্দিন বাদি হয়ে মুফতি ইলিয়াসসহ মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেছেন।

মামলার বরাত দিয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী রমজানুল হক জানান , হেফাজত নেতা মামুনুল হক পরিচালিত ‘তারবিয়াতুল উম্মাহ মাদ্রসা ’য় কয়েকজন বসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে এমন খবর পেয়ে র্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়।

অভিযানের খবর পেয়ে অন্যরা পালিয়ে গেলেও মুফতি ইলিয়াস হামিদীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তার সঙ্গে পলাতক ৮ জন ছাড়াও জামাত শিবিরসহ সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেকে উপস্থি ছিল বলে গ্রেপ্তারের পর মুফতি ইলিয়াস জানায়।

মামলার বাকি আসামিরা হলেন - শরীফ হোসাইন (৩৫), জাকির হোসেন (২৯), শফিকুল ইসলাম (২৮), ইউসুফ (৫২), ফজলুর রহমান (৪০), হেলেন (৫২), মামুন (৪০) ও ইউনুস (৫৫)।

ঢাকা , ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্নস্থানে যে নাশকতা করা হয়েছ তার প্রত্যেকটিতে মুফতি ইলিয়াস মদদ দিয়েছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে একযোগে তাদের আরো নাশকতার পরিকল্পনা ছিল বলে গ্রেপ্তারের পর মুফতি ইলিয়াস র্যাবকে জানিয়েছে।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ -অর্থ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর কমিটির সহসভাপতি ইলিয়াস হামিদীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এরই মধ্যে সাত দিনের হেফাজত পেয়েছে পুলিশ।

তারাবি ও মসজিদে জামাত নিয়ে

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা

আসন্ন রমজানে দেশের সব মসজিদে তারাবির নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ চালু থাকবে। ইমাম, মুয়াজ্জিন, হাফেজসহ সর্বমোট ২০ জন মুসল্লি এতে অংশ নেবেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয় এতে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে তারাবির নামাজে খতিব, ইমাম, হাফেজ, মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করবেন।

মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ওয়াক্তেও সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া জুমার নামাজে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এর সঙ্গে ইতিপূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত মসজিদে জুমা ও জামাত বিষয়ক নির্দেশনা কার্যকর থাকবে। এছাড়া রমজান মাসে ইফতার মাহফিলের নানে কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবেনা।

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে সাত দিনের ‘কঠোর লকডাউন’ শুরু হচ্ছে। লকডাউনের পর দিন থেকে মুসলমানদের সিয়াম সাধনার মাস রমজান শুরু হবে।

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে দ্বিতীয় দফায় সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তাতে ১৩ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সেখানে জুমা ও তারাবি নামাজের বিষয়ে বলা হয়েছে— স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জুমা ও তারাবি নামাজের জমায়েত বিষয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা জারি করবে।

এর আলোকেই ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ নির্দেশনা জারি করে।